

৪৩ তম বিসিএস প্রিলিমিনারি (বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ব্যাকরণ)

১. কেহুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত?

- ক. হিন্তিক ও তুখারিক খ. তামিল ও দ্রাবিড়
গ. আর্য ও অনার্য ঘ. মাগধী ও গৌড়ী উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

পৃথিবীর সমস্ত ভাষাকে কয়েকটি ভাষাবৃক্ষ বিভক্ত করা যায়। এ ভাষাবৃক্ষগুলোর মূলভাষার একটি ইন্দো-ইউরোপীয়। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইউরোপ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সব ভাষাকে এই ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ভাষা বংশের শাখা দুইটি। যথা: কেহুম ও শতম। তামিল, দ্রাবিড়, আর্য, অনার্য, মাগধী ও গৌড়ী শতম শাখার অন্তর্ভুক্ত। কেহুমের হিন্তিক ও তুখারিক দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত। কেহুমের তুখারি ভাষা প্রচলিত ছিল এশিয়ার তারিম নদী অববাহিকা অঞ্চলে এবং হিন্তিক ভাষা প্রচলিত ছিল পশ্চিম এশিয়ার আনাতোলিয়া অঞ্চলে।

২. ‘রুখের তেস্তলি কুমীরে খাই’-এর অর্থ কী?

- ক. ভেজি কুমিরকে রুখে দিই
খ. বৃক্ষের শাখায় পাকা তেঁতুল
গ. গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়
ঘ. ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয় উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদের মহিলা কবি কুকুরীপা। তিনি ২নং পদ এর রচয়িতা। কুকুরীপা কর্তৃক রচিত ২নং পদ “দুলি দুহি পিটা ধরন ন জাই। রুখের তেস্তলি কুমীরে খাই।” এর বাংলা অর্থ হলো: কচ্ছপকে দোহন করা দুগ্ধ পাত্রে ধরে না। গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়। পদটির গূঢ়ার্থ হলো: অপরিপুষ্ট চিত্তে বোধি বা পরমজ্ঞানকে ধারণ করা যায় না। দেহের ইন্দ্রিয়াদি সকল কামনা-বাসনা, আশা আকাঙ্ক্ষাকে বিনাশ করে দেয়।

৩. মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী?

- ক. ‘মনসামঙ্গল’ খ. ‘মনসাবিজয়’
গ. ‘পদ্মপুরাণ’ ঘ. ‘পদ্মাবতী’ উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ কবি হলেন বিজয়গুপ্ত। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সুস্পষ্ট সন-তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। তার রচিত মনসামঙ্গল কাব্য গ্রন্থের একটি অংশের নাম ‘পদ্মপুরাণ’। শ্রাবণ মাসের মনসাপঞ্চমীতে স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেয়ে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে ১৪৯৪ সালে তিনি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। বিজয়গুপ্তের পূর্বে আমরা পাই আদি মঙ্গল কবি কানাহরি দত্ত ও বিপ্রদাস পিপলাইকে।

৪. দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন?

- ক. সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
খ. কোরেশী মাগন ঠাকুর
গ. সুলতান বরবক শাহ
ঘ. জমিদার নিজাম শাহ উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় চতুর্দশ শতকের শেষে বা পঞ্চদশ শতকের প্রথমে শাহ মুহম্মদ সগীর ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্য রচনা করেন। কোরেশী মাগন ঠাকুর রোসঙ্গরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ‘চন্দ্রাবতী’। কবি আলাওলের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বরবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বসু ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ কাব্য রচনা করেন। ষোলো শতকের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার মুসলিম কবি দৌলত উজির বাহরাম খান। তিনি চট্টগ্রামের জাফরাবাদের শাসনকর্তা জমিদার নিজাম শাহের দেওয়ান ছিলেন। তিনি নিজাম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্যিান কবি জামির আরবি লোকগাথা থেকে বাংলায় ‘লায়লী-মজনু’ অনুবাদ করেন।

৫. ‘চর্যাপদের’ প্রাপ্তিস্থান কোথায়?

- ক. বাংলাদেশ খ. নেপাল
গ. উড়িষ্যা ঘ. ভুটান উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন ‘চর্যাপদ’। ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, সেন রাজারা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু চর্যাপদের রচয়িতারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মল্লমুদ বিন বখতিয়ার খলজীর বাংলায় আগমন ঘটলে মুসলিশ তুর্কিদের আক্রমণের ভয়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ

পুঁথিপত্র নিয়ে নেপাল, ভুটান ও তিব্বতে পালিয়ে পায়। পরবর্তীতে ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার (রয়েল লাইব্রেরি) থেকে ‘চর্যাপদ’ আবিষ্কার করেন।

৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক. চৌবেরিয়া গ্রাম, নদীয়া

খ. কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগনা

গ. বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর

ঘ. দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলি

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৬ জুন, ১৮৩৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আদিনিবাস- হুগলী জেলার দেশমুখো গ্রামে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা গদ্যের সার্থক রূপকার হিসেবে পরিচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার রচিত কিছু গ্রন্থ: প্রভাবতী সম্ভাষণ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত, শকুন্তলা, সীতার বনবাস প্রভৃতি।

৭. “তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শত বার/ জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।”- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার অংশ?

ক. ‘অনন্ত প্রেম’

খ. ‘উপহার’

গ. ‘ব্যক্ত প্রেম’

ঘ. ‘শেষ উপহার’

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ: কবি-কাহিনী, প্রভাতসঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, সোনার তরী, চিত্রা, মানসী, আকাশ প্রদীপ, শেষলেখ্য প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’ কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা: অনন্ত প্রেম, ব্যক্ত প্রেম, গুপ্ত প্রেম, নিষ্ফল উপহার, দূরন্ত আশা, মেঘদূত, অপেক্ষা প্রভৃতি। এই কাব্যের কবিতায় একদিকে যেমন রয়েছে অতীত জীবনের পিছুটান আবার অপরদিকে রয়েছে নবযৌবনের কর্ম- উদ্দীপনার প্রখর দীপ্তি। ‘তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শত বার/ জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।’- এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মানসী’ কাব্যের ‘অনন্ত প্রেম’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কবিতার আরও কিছু পঙ্ক্তি-

‘কত রূপ ধরে পরেছ গলায়,

নিয়েছ সে উপহার,

জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার’।

‘অতি পুরাতন বিরহমিলন কথা,

অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে

দেখা দেয় অবশেষে’।

৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী?

ক. পণ্ডিত

খ. বিদ্যাসাগর

গ. শাস্ত্রজ্ঞ

ঘ. মহামহোপাধ্যায়

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি ‘মহামহোপাধ্যায়’। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি ভারততত্ত্ববিদ, সংস্কৃত বিশারদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা। তার আসল নাম ছিল হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলি: বাল্মীকির জয়, মেঘদূত ব্যাখ্যা, বেণের মেয়ে, কাঞ্চনমালা, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি।

৯. “ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে”-কে এই দামাল ছেলে?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম

খ. কামাল পাশা

গ. চিত্তরঞ্জন দাস

ঘ. সুভাষ বসু

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা সাহিত্যের ‘বিদ্রোহী কবি’ বলা হয় কাজী নজরুল ইসলামকে। তিনি কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার রচিত কাব্যসমূহ: অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, ভাস্কর গান, ছায়ানট, চিত্তনামা, বিঙেফুল, সিন্ধু হিন্দোল প্রভৃতি। কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’। ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যের কবিতাসমূহ: প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, আগমনী, ধূমকেতু, কামাল পাশা, রণভেরী, সাত-ইল-আরব প্রভৃতি। “ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই/অসুর-পুরে শোর উঠেছে জোসে সামাল সামাল ভাই”। পঙ্ক্তিটি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

‘অগ্নিবীণা’র বিখ্যাত কবিতা ‘কামাল পাশার’র অংশবিশেষ। আধুনিক তুরস্কের নির্মাতা মোস্তফা কামাল পাশার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের প্রশংসা করে কাজী নজরুল ইসলাম এই কবিতাটি রচনা করেন।

১০. সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?

ক. ‘শনিবারের চিঠি’ খ. রবিবারের ডাক
গ. বিজলি ঘ. বঙ্গদর্শন উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘বিজলী’ পত্রিকার সম্পাদক হলেন নলিনীকান্ত সরকার ও প্রবোধকুমার স্যানাল। এটি ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এটি ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যের বিকাশে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শনিবারের চিঠি বাংলা ভাষার অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্য-সাময়িকী। যা বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল। এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯২৭ সালে সজনীকান্ত দাস এ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম ‘শনিবারের চিঠি’।

১১. ‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়’- কে রচনা করেন এই কাব্যগ্রন্থ?

ক. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খ. প্রেমেন্দ্র মিত্র
গ. সমর সেন ঘ. জীবনানন্দ দাশ উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন ত্রিশের দশকের রবীন্দ্র কাব্যধারার বিরোধী খ্যাতিমান কবিদের অন্যতম। তার কাব্যগ্রন্থসমূহ: তবু, অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, প্রতিধ্বনি, উত্তর ফাল্গুনী, সংবর্ত, প্রতিদিন। কবিতার পঙক্তি- একটি কথার দ্বিধা থর থর চূড়ে, ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত কাব্যগ্রন্থ: প্রথমা, সশ্রুটি, ফেরারী ফৌজ, সাগর থেকে ফেরা, কখনো মেঘ প্রভৃতি। উপন্যাস: পাক, কুয়াশা, মিছিল, আগামীকাল প্রভৃতি। ‘নাগরিক কবি’ হিসেবে খ্যাত সমর সেন। তার কিছু কাব্যগ্রন্থ: কয়েকটি কবিতা, গ্রহণ, নানা কথা, খেলা চিঠি এবং তিন পুরুষ। মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়,— এটি রচনা করেছেন জীবনানন্দ দাশ। ‘মানুষের মৃত্যু হলে’ কবিতায় বলেছেন, ‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে/প্রথমত চেতনার পরিমাণ নিতে আসে।

১২. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস?

ক. ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ খ. ‘নেকড়ে অরণ্য’
গ. ‘রাঙা প্রভাত’ ঘ. ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘কাঁদো নদী কাঁদো’ উপন্যাসটির রচয়িতা ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত আরও কিছু উপন্যাস: লালসালু, চাঁদের অমাবস্যা, The ugly Asian, How to cook beans প্রভৃতি। ‘রাঙা প্রভাত’ আবুল ফজলের উপন্যাস। চৌচির, প্রদীপ ও পতঙ্গ তার রচিত আরও ২টি উপন্যাস। গল্পগ্রন্থ: মাটির পৃথিবী, মৃতের আত্মহত্যা। দিনলিপি: রেখাচিত্র, লেখকের রোজনাচা। ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ শওকত আলী রচিত উপন্যাস। শওকত আলী রচিত আরও কিছু উপন্যাস: পিঙ্গল আকাশ, যাত্রা, কুলায় কালশ্রোত, ওয়ারিশ, নাটাই প্রভৃতি। ‘নেকড়ে অরণ্য’ শওকত ওসমান রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। তার রচিত আরও কিছু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস: জাহান্নাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, জলাঙ্গী। অন্যান্য উপন্যাসসমূহ: বনি আদম, ক্রীতদাসের হাসি, আত্নাদ, সমাগম, চৌরসন্ধি, রাজা উপাখ্যান, রাজপুরুষ প্রভৃতি।

১৩. ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ কাব্যগ্রন্থের কবি কে?

ক. রফিক আজাদ খ. শঙ্খ ঘোষ
গ. শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঘ. শামসুর রাহমান উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় এবং শক্তিমান একজন কবি রফিক আজাদ। তার রচিত জনপ্রিয় কবিতা ‘ভাত দে হারামজাদা’। রফিক আজাদ এর প্রকাশিত গ্রন্থ: অসম্ভবের পায়ে, চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া, এক জীবনে, প্রেমের কবিতাসমগ্র, বর্ষণে আনন্দে যাও মানুষের কাছে প্রভৃতি। শামসুর রাহমান এর মোট কাব্য ৬৫টি। তার রচিত উল্লেখযোগ্য কিছু কাব্যগ্রন্থ: প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, বন্দী শিবির থেকে, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, উদ্ভট উটের পিটে চলেছে স্বদেশ, রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে প্রভৃতি। ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ কাব্যগ্রন্থের কবি শঙ্খ ঘোষ। বাংলা কবিতার জগতে শঙ্খ ঘোষ অপরিসীম অবদান রাখেন। ‘দিনগুলি রাতগুলি, বাবরের প্রার্থনা, গান্ধী কবিতাগুলি তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

১৪. ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাস কোনটি?

ক. ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ খ. ‘ক্ষুধা ও আশা’
গ. ‘কর্ণফুলি’ ঘ. ‘ধানকন্যা’ উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ উপন্যাসটির রচয়িতা আলাউদ্দিন আল আজাদ। তিনি পঞ্চাশের দশকের প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক, অধ্যাপক। তার রচিত আরও কিছু উপন্যাস: কর্ণফুলী, ক্ষুধা ও আশা, শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, খসড়া কাগজ, শ্যামল ছায়ার সংবাদ প্রভৃতি। ‘ধানকন্যা’ আলাউদ্দিন আল আজাদের গল্পগ্রন্থ। তার রচিত আরও কিছু গল্পগ্রন্থ: জেগে আছি, অন্ধকার সিঁড়ি, মৃগনাভি, উজান তরঙ্গে, যখন সৈকত, জীবন জমিন। আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাস ‘কর্ণফুলী’। এটি পাহাড়-সমুদ্রঘেরা উপজাতীদের জীবনচিত্র নিয়ে রচিত। আদিবাসী তরুণী রাঙ্গামিলার প্রণয়ে আকৃষ্ট হয় চোরাকারবারি, উচ্চাবিলাসী বাঙালি ইসমাইল। প্রেমিক দেওয়ান পুত্র, জলি, রমজানদের জীবন-যাপন, প্রণয় ইত্যাদি এ উপন্যাসের মূল বিষয়।

১৫. ‘নীল লোহিত’ কোন লেখকের ছদ্মনাম?

ক. অরুণ মিত্র খ. সমরেশ বসু
গ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঘ. সমরেশ মজুমদার উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অরুণ মিত্র রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাশালী কবি। সমরেশ বসু ছিলেন একজন প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি লেখক। সমরেশ বসুর ছদ্মনাম ‘কালকূট’। সমরেশ মজুমদার একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস: সাতকাহন, তেরো পার্বন, স্বপ্নের বাজার, উজান, গঙ্গা প্রভৃতি। ‘নীল লোহিত’ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর ছদ্মনাম। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জীবনানন্দ-পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কবি। তিনি নীললোহিত, পাঠক, নীল উপাধ্যায় ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন।

১৬. ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়—

ক. ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬ খ. ১৯ জানুয়ারি, ১৯২৬
গ. ১৯ মার্চ, ১৯২৬ ঘ. ২৬ মার্চ, ১৯২৭ উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’ শ্লোগানকে ধারণ করে চিন্তাচর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি এবং আবহমানকালের চিন্তা ও জ্ঞানের সাথে সংযোগ সাধনের লক্ষ্যে অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ‘ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর মাধ্যমে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

১৭. কত সালে ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়?

ক. ১৮৬০ খ. ১৮৬১
গ. ১৮৬৫ ঘ. ১৮৬৭ উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১৮৬০ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘পদ্মাবতী’ নাটক রচিত হয়। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক কমেডি। ১৮৬১ সালে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি ‘কৃষ্ণকুমারী’ রচিত হয়। এটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক। এছাড়াও মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধ’ ১৮৬১ সালে রচিত হয়। এটি রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে বীর রসের অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংমিশ্রণে রচিত। ১৮৬৫ সালে ‘দুর্গেশনন্দিনী’ উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। এটি রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত আরও কিছু উপন্যাস: Rajmohon’s Wife, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, রজনী প্রভৃতি।

১৮. বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকের নাম কী?

ক. বেগম রোকেয়া খ. কাদম্বরী দেবী
গ. স্বর্ণকুমারী দেবী ঘ. নূরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা ও মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। বেগম রোকেয়ার উপন্যাস ২টি। পদ্মরাগ ও Sultana’s Dream। Sultana’s ইংরেজিতে লেখা। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকের নাম স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তার রচিত উপন্যাস: দীপনির্বাণ, মেবার রাজ, ছিন্ন মুকুল, মালতী, বিদ্রোহ, কাহাকে, মিলনরাত্রি প্রভৃতি।

১৯. ‘আমার দেখা নয়াচীন’ কে লিখেছেন?

ক. মাওলানা ভাসানী খ. আবুল ফজল
গ. শহীদুল্লা কায়সার ঘ. শেখ মুজিবুর রহমান উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মাওলানা ভাসানী একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। আবুল ফজল ‘ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ‘মুক্ত বুদ্ধির চিরসজাগ প্রহরী’ নামে খ্যাত। তার লেখা জীবনী ও স্মৃতিকথা: সাংবাদিক মজিবুর রহমান, শেখ মুজিব:

তাকে যেমন দেখেছি। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্যাবস্থা আনয়নের প্রচেষ্টার অন্যতম অগ্রদূত শহীদুল্লা কায়সার। তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তার উপন্যাস ২টি সারেং বৌ, সংশপ্তক। স্মৃতিকথা: ‘রাজবন্দীর রোজনামা’। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, পোয়েট অব পলিটিক্স, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ‘আমার দেখা নয়াচীন’ শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা। এটি শেখ মুজিবের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এটি ২০২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধুর অন্যান্য গ্রন্থ: আমার কিছু কথা, বায়ান্নর দিনগুলো, কারাগারের রোজনামা, অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রভৃতি।

২০. ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ কে লিখেছেন?

ক. এস. ওয়াজেদ আলী খ. আবুল হাসেম

গ. আবুল মনসুর আহমদ ঘ. আবুল হুসেন উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

এস. ওয়াজেদ আলি ছিলেন একজন উদার ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব। তার রচিত প্রবন্ধ: অতীতের বোঝা, ভবিষ্যতের বাঙালি, জীবনের শিল্প, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রভৃতি। আবুল হোসেন রচিত সাহিত্যকর্ম: বিরস সংলাপ, হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস, এখনও সময় আছে, আর কিসের অপেক্ষা প্রভৃতি। ‘আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর’ আবুল মনসুর আহমদ এর রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ। আবুল মনসুর আহমদ রচিত আরেকটি রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ ‘শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু’। তার আত্মজীবনী: আত্মকথা (১৯৭৮)। প্রবন্ধ: পাক-বাংলার কালচার, বেশি দামে কেনা, কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা।

২১. ‘আসমান’ কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?

ক. পর্তুগিজ খ. ফরাসি

গ. আরবি ঘ. ফারসি উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

পর্তুগিজ ভাষার শব্দ: আনারস, আলপিন, আলকাতরা, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পেয়ারা, পাউরুটি প্রভৃতি। ফরাসি ভাষার শব্দ: ওলন্দাজ, কার্তুজ, কুপন, ক্যাফে, ডিপো, রেস্তোরা, রেনেসাঁ ইত্যাদি। আরবি ভাষার শব্দ: আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওয়ু, কোরবানী, আদালত, আলেম, এজলাস, মহকুমা, যাকাত, হালাল, হারাম প্রভৃতি। ‘আসমান’ ফারসি ভাষা থেকে আগত শব্দ। আরও কিছু ফারসি ভাষার শব্দ: খোদা, গুনাহ, ফেরেশতা, নামায, চশমা, তারিখ, দরবার, বান্দা প্রভৃতি।

২২. নিম্নবিত্ত স্বরধ্বনি কোনটি?

ক. আ খ. ই

গ. এ ঘ. অ্যা উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

উচ্চারণের সময়ে জিহ্বের উচ্চতা অনুযায়ী, জিহ্বের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী এবং ঠোঁটের উন্মুক্তি অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে ভাগ করা যায়। নিচের ছক থেকে স্বরধ্বনির এই উচ্চারণ- বিভাজন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

জিহ্বের উচ্চতা	জিহ্বের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
↓	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	↓
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা	অ		অর্ধ-বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

স্বরধ্বনি উচ্চারণের ছক

২৩. ‘জিজীবিষা’ শব্দটির অর্থ কী?

ক. জীবননাশের ইচ্ছা খ. বেঁচে থাকার ইচ্ছা

গ. জীবনকে জানার ইচ্ছা ঘ. জীবন-জীবিকার পথ উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

জিজীবিষা শব্দের অর্থ বেঁচে থাকার ইচ্ছা। এটি বাক্য সংকোচন থেকে নেওয়া। একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে। আরও কিছু বাক্য সংকোচন- পাখির ডাক- কূজন, গম্ভীর ধ্বনি- মন্দ্র, করার ইচ্ছা- চিকীর্ষা, দেখবার ইচ্ছা- দৃষ্টি, প্রিয় বাক্য বলে যে- প্রিয়ভাষী, ভোজন করার ইচ্ছা- বুভুক্ষা।

২৪. বড় > বড্ড-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?

- ক. বিষমীভবন খ. সমীভবন
গ. ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ঘ. ব্যঞ্জন-বিকৃতি উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে। ধ্বনি পরিবর্তন নানা প্রক্রিয়ায় ঘটে।

বিষমীভবন: দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন: শরীর > শরীল; লাল > নাল; লেবু > নেবু প্রভৃতি।

সমীভবন: শব্দমধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করলে তাকে বলা হয় সমীভবন। যেমন: বিলু > বিল্ল।

ব্যঞ্জনবিকৃতি: শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহার করা হয়, তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন: কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা, লেবু > নেবু। বড় > বড্ড-এটি ব্যঞ্জনদ্বিত্ব/দ্বিত্বব্যঞ্জন। কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা বলে। ব্যঞ্জনদ্বিত্ব এর আরও কিছু উদাহরণ- পাকা > পাক্কা; সকাল > সক্কাল, মুলুক > মুল্লুক; ছোট > ছোট্ট প্রভৃতি।

২৫. ‘সপ্তকান্ত রামায়ণ’ বাগধারা অর্থ কী?

- ক. রামায়ণের সাত পর্ব
খ. রামায়ণে বর্ণিত বৃক্ষ
গ. রামায়ণে বর্ণিত সাতটি সমুদ্র
ঘ. বৃহৎ বিষয় উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাগধারা শব্দের অর্থ কথা বলার ‘বিশেষ ঢং বা রীতি’। এর ইংরেজি Idiom। কোনো শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে অর্থের দিক দিয়ে যখন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন সে সকল শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে বাগধারা বলে। ‘সপ্তকান্ত রামায়ণ’ বাগধারাটির অর্থ বৃহৎ বিষয়। আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাগধারার অর্থ:

অথৈ জল পড়া- দিশেহারা হওয়া
অর্ধচন্দ্র- গলাধাক্কা
অঞ্চল প্রভাব- স্ত্রীর প্রভাব
অক্ষর পরিচয়- সামান্য বিদ্যা
উঁজল পাঁজল- উথাল-পাথাল
উচু কপালে- ভাগ্যবান
উজুবাট- সোজা রাস্তা।

২৬. ‘Attested’ শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?

- ক. প্রত্যায়িত খ. সত্যায়িত
গ. প্রত্যয়িত ঘ. সত্যয়িত উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রতিটি শাস্ত্রের নিজস্ব শব্দ আছে যা তার পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। Attested শব্দের বাংলা ভাষা-সত্যায়িত। আরও কিছু শব্দের বাংলা পরিভাষা:

Anticipation- প্রাকচিন্তন
Glossary- টীকাপঞ্জি
Armour- বর্ম
Assassination- গুপ্তহত্যা
Alias- ওরফে
Eradication- উচ্ছেদ
Certified- প্রত্যয়িত

২৭. ‘ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি।’- এ বাক্যে ‘ডেকে ডেকে’ কোন অর্থ প্রকাশ করে?

- ক. অসহায়ত্ব খ. বিরক্তি

গ. কালের বিস্তার ঘ. পৌনঃপুনিকতা উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা ভাষায় কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে দুইবার ব্যবহার করলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের পরপর দুইবার প্রয়োগেই দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়। যেমন: ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি। প্রদত্ত বাক্যে ‘ডেকে ডেকে’ দ্বিরুক্ত শব্দ দ্বারা ক্রিয়াবাচক শব্দের পৌনঃপুনিকতা বোঝানো হয়েছে। “থেকে থেকে শিঙিটি কাঁদছে”- প্রদত্ত বাক্যে ‘থেকে থেকে’ দ্বিরুক্ত শব্দ দ্বারা ‘কালের বিস্তার’ বোঝানো হয়েছে।

২৮. ভুল বানান কোনটি?

ক. ভূবন খ. অন্তঃসার
গ. মুহূর্ত ঘ. অদ্ভুত উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত অন্তঃসার, মুহূর্ত, অদ্ভুত তিনটি বানানই শুদ্ধ। ভূবন বানানটি ভুল। সঠিক বানান- ভুবন। ভুবন (বিশেষ্য): ১. বিশ্বজগৎ, হিন্দু পুরাণে কথিত সপ্ত স্বর্গ ও স্বপ্ত পাতাল। ২. পৃথিবী। কিছু শুদ্ধ বানান: অলীক, অসূয়া, উর্না, আহূত, যবাগু, শূন্য, সূচনা, হুন, স্বরূপ, ইতঃপূর্বে, মনঃকষ্ট, স্বতঃস্ফূর্ত।

২৯. ‘যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরনীয়।’-এটি কোন ধরনের বাক্য?

ক. সরল বাক্য খ. জটিল বাক্য
গ. যৌগিক বাক্য ঘ. খণ্ড বাক্য উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার। যথা: সরল বাক্য, মিশ্র বা জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন: আমি পড়াশোনা শেষ করে খেলতে যাব। তোমরা বাড়ি যাও।

মিশ্র বা জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ডবাক্যের সাথে এক বা একাধিক আশ্রিতবাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন: অপরাধ যখন করেছ, তখন শাস্তি তুমি পাবেই। যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরনীয়।

যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন: সুনাম পেতে চাও, নামের প্রতি লোভ ছাড়। সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

৩০. ‘চিকিৎসাশাস্ত্র’ কোন সমাস?

ক. কর্মধারয় খ. বহুব্রীহি
গ. অব্যয়ীভাব ঘ. তৎপুরুষ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সমাস প্রধানত ছয় প্রকার। যথা: ১. দ্বন্দ্ব, ২. কর্মধারয়, ৩. তৎপুরুষ, ৪. বহুব্রীহি, ৫. দ্বিগু, ৬. অব্যয়ীভাব। প্রশ্নে উল্লিখিত কর্মধারয়, বহুব্রীহি, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ সমাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলে।

বহুব্রীহি: যে সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: নীল বসন যার- নীলবসনা, কথা সর্বত্র যার- কথাসর্বত্র, হাতে হাতে যে বুদ্ধ- হাতাহাতি।

অব্যয়ীভাব: পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন: কর্ণের সমীপে = উপকর্ণ, কূলের সমীপে = উপকূল, দিন দিন = প্রতিদিন, গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ।

তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদের বিভক্তির লোপে যে সমাস হয় এবং যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: মন দিয়ে গড়া = মনগড়া, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।

কর্মধারয় সমাস: যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন, চিকিৎসা বিষয়ক শাস্ত্র = চিকিৎসাশাস্ত্র।

৩১. কোনটি নামধাতুর উদাহরণ?

ক. চল্ খ. কর্
গ. বেতা ঘ. পড় উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয়, তাকে (সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী) সম্প্রদান কারক বলে। বস্তু নয়, ব্যক্তিই সম্প্রদান কারক। যেমন: ভিকারীকে ভিক্ষা দাও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সম্প্রদান’ কারক বাদ দিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সম্প্রদান কারককে গৌণ কর্ম ছাড়া অন্য কিছু বলার কোনো যুক্তি নেই। এই কারণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রদান কারককে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)

১. 'নাসিক্য' বর্ণ কোনগুলো?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. অ, ঋ, ব খ. ঙ, ঞ, ণ
গ. উ, ঊ, য় ঘ. শ, স, য উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অঘোষ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ ও নাসিক্য ধ্বনির বিচারে ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ নিচে দেখানো হলো:

অঘোষ ধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
শ, ষ, স			হ	

প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী 'নাসিক্য' বর্ণ হয়েছে অপশন (খ) তে। সঠিক উত্তর (খ)।

২. 'ইট-পাথরের দালান' এখানে 'ইট-পাথরের' কোন কারকে কোন বিভক্তি?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. কর্মে সপ্তমী খ. কর্তৃকারকে ষষ্ঠী
গ. করণে ষষ্ঠী ঘ. করণে সপ্তমী উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্ম কারক বলে। ক্রিয়ার বিষয়কে কর্ম বলে। কর্মে ৭মী বিভক্তির উদাহরণ: পুলিশে খবর দাও, না মরে পাষণ বাপ দিলা হেন বরে। এই দুইটা বাক্যে 'পুলিশে' ও 'বরে' কর্মে ৭মী বিভক্তির উদাহরণ।

বাক্যে ক্রিয়াটি যার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে কর্তৃকারক বলে। উদাহরণ: আমার খাওয়া হলো না, এখানে আমার কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী বিভক্তির উদাহরণ। 'করণ' শব্দটির অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। কর্তা যা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণ কারক বলে। করণে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ: ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে। এখানে 'ফুলে ফুলে' সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ।

করণে ষষ্ঠী বিভক্তির উদাহরণ: 'ইট-পাথরের দালান' এখানে 'ইট-পাথরের' করণে ষষ্ঠী বিভক্তির উদাহরণ। আবার, কলমের খোঁচা দিওনা। এখানে 'কলমের' করণে ৬ষ্ঠী বিভক্তির উদাহরণ।

৩. 'এত অল্প টাকায় মাস চলবে না'- এখানে 'চলা' কোন অর্থ প্রকাশ করে?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. সময় দেয়া খ. প্রচলিত হওয়া
গ. অবলম্বন করা ঘ. সংকুলান হওয়া উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

এত অল্প টাকায় মাস চলবে না। এখানে চলা শব্দের অর্থ- সংকুলান হওয়া। সংকুলান শব্দটি একটি ক্রিয়াপদ। সংকুলান শব্দের প্রকৃত অর্থ- পর্যাণ্ট, যাতে কুলায় এমন অবস্থা, যথেষ্ট হওয়ার অবস্থা। আরও কিছু বাক্যের প্রয়োগ- 'কার মাথায় হাত বুলিয়েছ' এখানে 'মাথা' শব্দের অর্থ- ফাঁকি দেওয়া। 'সে তোমার মাথা খেয়েছে'। এ বাক্যে খাওয়ার অর্থ- সবনাশ করা। 'তিনি এ গ্রামের মাথা'। এ বাক্যে 'মাথা' বলতে বোঝানো হয়েছে- প্রধান।

৪. 'উপকূল' কোন সমাস?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. দ্বিগু সমাস খ. তৎপুরুষ সমাস
গ. কর্মধারয় সমাস ঘ. অব্যয়ীভাব সমাস উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সমাস প্রধানত ৬ প্রকার। যথা: ১. দ্বন্দ্ব, ২. দ্বিগু, ৩. কর্মধারয়, ৪. তৎপুরুষ, ৫. অব্যয়ীভাব, ৬. বহুব্রীহি। সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন: তিন ভুজের সমাহার = ত্রিভুজ, তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল। যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: হলুদকে বাটা = হলুদবাটা, দেবকে দত্ত = দেবদত্ত।

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ মিলে যে সমাস হয় এবং বিশেষ্য বা পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: কাঁচা যে কলা = কাঁচকলা, সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা।

৫. 'চিকুর' এর প্রতিশব্দ নয় কোনটি?

ক. কর খ. কুন্তল
গ. চল ঘ. কেশ

উত্তর: ক

উর্মি- কল্লোল, জোয়ার, ঢেউ, তরঙ্গ, বীচি।

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. দত্তা ধ্বনি খ. দত্তমূলীয় ধ্বনি
গ. ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি উত্তর: গ

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্ত্য ধ্বনি বলে। যেমন: ত, থ, দ, ধ দন্ত্য ধ্বনির উদাহরণ। যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্তমূলীয় ধ্বনি বলে। যেমন: ন, র, ল, স। উপরের ও নিচের ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিগুলোকে ওষ্ঠ্য ধ্বনি বলে। প, ফ, ব, ভ, ম ওষ্ঠ্য ধ্বনির উদাহরণ।

৭. নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয় সাধিত?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. খণ্ডিত খ. প্রলয়
গ. অনপম ঘ. বিশ্বাস উত্তর: ক

$$\sqrt{\text{বাঁচ}} + \text{আও} = \text{বাঁচাও}$$

৮. 'দ্যুলোক' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. দুঃ + লোক খ. দু + লোক
গ. দিব + লোক ঘ. দ্য + লোক উত্তর: গ

‘দুর্লোক’ শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হবে দিব্ + লোক। কোনো অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে ঘোষ ধ্বনি আসলে অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনিটি তার নিজের বর্গের ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়। অর্থাৎ ক, চ, ট, ত, প- এদের পরে গ, জ, ড, ব, ব কিংবা ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ কিংবা য, র, ব থাকলে প্রথম ধ্বনি (ক, চ, ট, ত, প) তার নিজের বর্গের তৃতীয় ধ্বনি (গ, জ, ড, দ, ব) হয়ে যায়।

৯. সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য কোন বিরামচিহ্ন বসে?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. হাইফেন খ. কমা
গ. কোলন ঘ. সেমিকোলন উত্তর: ক

যেমন: “মা-বাবার কাছে সন্তানের গৌরব সবচেয়ে বড়ো গৌরব”। এ আমাদের শ্রদ্ধা-অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি-উপহার।

১০. কোন বানানটি শুদ্ধ?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. গৃহিনী খ. গৃহীনী
গ. গৃহিনী ঘ. গৃহিনি উত্তর: গ

বিদ্যাব্যাড়ি ব্যাখ্যা:

ঋ, র, ষ-এর পরে স্বরধ্বনি অথবা ষ, য়, ব, হ এবং ক বর্ণীয় ও প বর্ণীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী ন মূর্ধ্য 'ণ' হয়। যেমন: গৃহিনী। আরও কিছু শুদ্ধ বানান: অরণ্য, আবরণ, আকীর্ণ, ঘূর্ণন, আমন্ত্রণ, অব্বেষণ, পাষণ্ড, বণ্টন, ঘণ্টা প্রভৃতি।

১১. 'তিনি অনেকদিন ধরে বহু কষ্ট করে সাঁতার শিখেছেন' কোন ধরনের বাক্য?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. সরল খ. খণ্ড
গ. জটিল ঘ. যৌগিক উত্তর: ক

বিদ্যাব্যাড়ি ব্যাখ্যা:

গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার। যথা: সরল বাক্য, মিশ্র বা জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য। সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। প্রশ্নে উল্লিখিত বাক্যটি সরল বাক্য। 'তিনি অনেকদিন ধরে বহু কষ্ট করে সাঁতার শিখেছেন'। এখানে একটি কর্তা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে। যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সাথে এক বা একাধিক আশ্রিতবাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন: যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে। পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে, তাকে যৌগিক বাক্য বরে। যেমন: সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

১২. 'ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করেন যিনি'-এর বাক্য সংকোচন কি?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. ব্যয়কুণ্ঠ খ. হিসাবী
গ. মিতব্যয়ী ঘ. কৃপণ উত্তর: ক

বিদ্যাব্যাড়ি ব্যাখ্যা:

ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করেন যিনি- কৃপণ/ব্যয়কুণ্ঠ।

অধিক ব্যয় করেন যিনি- মিতব্যয়ী।

হিসাব করে চলে যে- হিসাবী।

আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্যসংকোচন:

ক্ষমার যোগ্য- ক্ষমার্হ

বলা হয়নি- অনুক্ত

উপকারীর অপকার করেন যিনি- কৃতঘ্ন

অশ্বের ডাক- হেয়া

যা পূর্বে ছিল এখন নেই- ভূতপূর্ব।

১৩. কোনটি সঠিক বানান?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. অভ্যন্তরীন খ. আভ্যন্তরীন
গ. আভ্যন্তরীণ ঘ. অভ্যন্তরীণ উত্তর: ঘ

বিদ্যাব্যাড়ি ব্যাখ্যা:

সঠিক বানান: অভ্যন্তরীণ। অভ্যন্তরীণ শব্দ এর অর্থ- ভিতর, অন্তর, অভ্যন্তর, অন্তস্তল, অন্তর্দেশ ইত্যাদি। প্রদত্ত শব্দটি একটি বিশেষ্যপদ। আর কিছু শুদ্ধ বানান: বর্ণালি, যদ্যপি, অপরাহ্ন, অধ্যয়ন, আভিধানিক, বৈয়াকরণ, সদ্যোজাত, সামর্থ্য, সারথি, ষাণ্মাসিক, সখিত্ব প্রভৃতি।

১৪. 'বাবুল পড়ে' এ বাক্যে 'পড়ে' কোন ক্রিয়া?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. সক্রমক খ. সমাপিকা
গ. অসমাপিকা ঘ. অক্রমক উত্তর: ঘ

বিদ্যাব্যাড়ি ব্যাখ্যা:

ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত। যথা: সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া। যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: ছেলেরা খেলা করেছে। যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। কর্মপদের উপর ভিত্তি করে ক্রিয়া ৩ প্রকার। যথা: সক্রমক, দ্বিক্রমক, অক্রমক।

যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে, তাই সক্রমক ক্রিয়া। যেমন: সে বই পড়ছে। এ বাক্যে 'পড়ছে' হলো সক্রমক ক্রিয়া। যে ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ থাকে, তাকে দ্বিক্রমক ক্রিয়া বলে। যেমন: শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন। এ বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিক্রমক ক্রিয়া। যে ক্রিয়ার কর্ম নেই, তাকে অক্রমক ক্রিয়া বলে। যেমন: সে ঘুমায়। বাবুল পড়ে। এই দুটি বাক্যে কোনো কর্ম নেই। তাই বাক্য দুটির 'ঘুমায়' ও 'পড়ে' অক্রমক ক্রিয়া।

১৫. কোনটি 'তৎসম' শব্দ?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

- ক. বাজনা খ. মানব
গ. সন্ধ্যা ঘ. খোকা উত্তর: খ, গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

উৎস বিচারে শব্দসমূহকে পাঁচ ভাগ ভাগ করা যায়। যথা: ১. তৎসম শব্দ, ২. তদ্ভব শব্দ, ৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ, ৪. দেশি শব্দ, ৫. বিদেশি শব্দ। তৎসম শব্দ: মানব, সন্ধ্যা, পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ, বৃক্ষ, অধ্যাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী, সচিবালয় প্রভৃতি। তদ্ভব শব্দ: হাত, পা, কান, নাক, জিভ, আ, চামার, চাঁদ, হাতি, কুমির প্রভৃতি।

অর্ধ-তৎসম শব্দ: জোছনা, ছেরাদ্দ, গিল্লী, কেস্টম, কুচ্ছিত প্রভৃতি।

দেশি শব্দ: কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, টেকি প্রভৃতি। বিদেশি শব্দের মধ্যে রয়েছে আরবি, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি শব্দ। প্রশ্নে উল্লিখিত 'তৎসম' শব্দ 'মানব' ও 'সন্ধ্যা'।

১৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

- ক. যথাচীত খ. যথোচিত
গ. যথচিত ঘ. যথোচিত উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শুদ্ধ বানান: যথোচিত। অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা উ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়; ও-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জে যুক্ত হয়। যেমন: যথা + উচিত = যথোচিত।

আরও কিছু শুদ্ধিকরণ এর উদাহরণ- শব্দের শেষে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, ত্ব, তা, নী, নী, তত্ত্ব ইত্যাদি থাকলে তার পূর্বে ঈ-কার না হয়ে সাধারণত ই-কার হয়। যেমন: অগ্নিবীণা, প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিবাচক, স্থায়িত্ব, টিপ্পনী প্রভৃতি।

মূল শব্দে ও, ঞ, ণ, ন, ম থাকলে তার পূর্বস্বরে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়। যেমন: আঁধার, আঁক, ছেঁড়া, ছোঁয়া, বাঁকা প্রভৃতি। উ বা উ-কার যুক্ত ত্রীবাচক শব্দ: বধূ, শূত্র ইত্যাদি।

১৭. কোনটি শুদ্ধ বাক্য?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

- ক. তাহার জীবন সংশয়ময়
খ. তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ
গ. তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ
ঘ. তাহার জীবন সংশয়ভরা উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

শুদ্ধ বাক্য: (গ) তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ। (ক), (খ), (ঘ) তিনটি বাক্যই ভুল। এই বাক্যটি বানানজনিত ভুল। বাক্যস্থিত 'সংশয়' শব্দটি বিশেষ্য, যার অর্থ সন্দেহ বা দ্বিধা। সাধারণত কোনো বিশেষ্যপদকে বিশেষণে রূপান্তরিত করতে শব্দের শেষে শব্দাংশ হিসেবে 'পূর্ণ', 'ময়', 'ভরা' ইত্যাদি যুক্ত করতে হয়। আর যেহেতু 'সংশয়' শব্দটি বিশেষ্য তাহলে তার বিশেষণ হিসেবে 'সংশয়পূর্ণ' শুদ্ধ। আর, 'সংশয়পূর্ণ' শব্দটি 'সংশয়পূর্ণ' শব্দের অপপ্রয়োগ।

১৮. 'বাবার সামান্য আয়ে সংসারই চলে না, সেখানে আমার বিদেশ যাওয়ার শখ ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধার মতই হাস্যকর'- এ বাক্যে 'ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

- ক. অর্থের অভাব খ. দুরাশা
গ. দুর্ভাগ্য ঘ. বৃথা চেষ্টা উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাবার সামান্য আয়ে সংসারই চলে না, সেখানে আমার বিদেশ যাওয়ার শখ ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধার মতই হাস্যকর। এ বাক্যে 'ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা' বৃথা চেষ্টা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা'- একটি বাগধারা। বাগধারা শব্দের অর্থ কথা বলার 'বিশেষ ঢং বা রীতি'। এটা এক ধরনের গভীর ভাব ও অর্থবোধক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ। সাধারণ অর্থের বাইরে যা বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে থাকে তাঁকে বাগ্ধি বা বাগধারা বলে। যেমন: অরণ্যে রোদন অর্থ: নিষ্ফল আবেদন বাক্য: কৃপণের কাছে টাকা চাওয়া অরণ্যে রোদন মাত্র। আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা)- ওসব আকাশকুসুম ভেবে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। উভয় সংকট (দু'দিকেই বিপদ)- আমি পড়েছি উভয় সংকটে।

১৯. বিদেশি উপসর্গ কোন শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

- ক. অবহেলা খ. নিমরাজি
গ. নিখুঁত ঘ. আনমনা উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

নিমরাজী শব্দে বিদেশী উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। বিদেশি উপসর্গ মোট ২০টি। আরবি উপসর্গ- আম, খাস, লা, গর। ইংরেজি উপসর্গ- ফুল, হাফ, হেড, সাব। হিন্দি উপসর্গ- হর, হরেক। ফারসি উপসর্গ- কার, দর, ফি, না, নিম, বদ, বে, বর, ব, কম। এখানে, নিমরাজির ‘নিম’ আধা/অর্ধেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২০. সৈয়দ শামসুল হকের লেখা নাটক কোনটি?

[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৪র্থ পর্যায় : ১)-২০১৯]

ক. মিসির আলী খ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ. রক্তাক্ত প্রান্তর ঘ. সুবচন নির্বাসনে উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘মিসির আলী’ হুমায়ূন আহমেদ রচিত উপন্যাস। ‘রক্তাক্ত প্রান্তর’ নাটকটি লিখেছেন মুনীর চৌধুরী। তার রচিত আরও কিছু নাটক: কবর, মানুষ, নষ্ট ছেলে, দন্ডকারণ্য, রাজার জন্মদিন, চিঠি, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য। ‘সুবচন নির্বাসনে’ নাটকের রচয়িতা আবদুল্লাহ আল মামুন। তার রচিত অন্যান্য নাটকসমূহ: এখন ও ক্রীতদাস, কোকিলারা, এখন দুঃসময়, এবার ধরা দাও, চারিদিকে যুদ্ধ, মেরাজ ফকিরের মা প্রভৃতি। ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ সৈয়দ শামসুল হক রচিত কাব্যনাটক। তার রচিত আরও কিছু কাব্যনাট্য: নুরলদিনের সারা জীবন, গণনায়ক, এখানে এখন, ঈর্ষা।

১৭ তম বিসিএস প্রিলিমিনারি (বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ব্যাকরণ)

১. বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন ‘চর্যাপদ’-এর আবিষ্কারক-

[১৭তম বিসিএস]

ক. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

খ. ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ঘ. ডক্টর সুকুমার সেন

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন একাধারে বহুভাষাবিদ, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, ধর্মবেত্তা ও শিক্ষাবিদ। তার গবেষণামূলক গ্রন্থগুলো: বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, Buddhist Mystic Songs, ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি। বিখ্যাত উক্তি: আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের ভাষার নাম ‘বঙ্গকামরূপী’।
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শিক্ষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক। তার রচিত সাহিত্যকর্ম: ভারত-সংস্কৃতি, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, পশ্চিমের যাত্রী, জাতি সংস্কৃতি সাহিত্য, সংস্কৃতি কী প্রভৃতি। তিনি চর্যাপদ এর রচনাকাল সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। তার মতে, ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রি. এর মধ্যবর্তী সময়ে চর্যাপদ রচিত।
- ড. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদ রচনার সময় ৯০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ। ড. সুকুমার সেনের মতে, এর পদ সংখ্যা ৫১টি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, পদসংখ্যা ৫০টি।
- বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন ‘চর্যাপদ’। প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। ‘চর্যাপদ’ আবিষ্কার করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ১৯০৪ সালে নেপালের রাজদরবার থেকে ‘চর্যাপদ’ আবিষ্কার করেন। তার উপাধি ‘মহামহোপাধ্যায়’।

২. হিন্দি ‘পদুমাবৎ’-এর অবলম্বনে ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের রচয়িতা-

[১৭তম বিসিএস]

ক. দৌলত উজীর বাহরাম খান

খ. সৈয়দ সুলতান

গ. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ

ঘ. আলাওল

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দৌলত উজীর বাহরাম খান ১৬ শতকের কবি ছিলেন। তার প্রথম কাব্য ‘জঙ্গনামা’। দ্বিতীয় কাব্য ‘লায়লি-মজনু’। দৌলত উজীর বাহরাম খান বাংলা ভাষায় প্রথম ‘লায়লি-মজনু’ কাব্য রচনা করেন।
- সৈয়দ সুলতান ছিলেন সুফি সাধক ও শাস্ত্রবিদ। সৈয়দ সুলতানের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম কাব্য হচ্ছে ‘নবীবংশ’। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলো: জ্ঞান প্রদীপ, ইবলিসনামা, পদাবলী গান, মারফতি গান, জ্ঞান চৌতিশা।
- আলাওল, পূর্ণনাম সৈয়দ আলাওল হলেন মধ্যযুগের একজন বাঙালি কবি। তার কাব্যগ্রন্থ: পদ্মাবতী। আলাওলের ‘পদ্মাবতী পুঁথি’ প্রথম সম্পাদনা করেন আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

- মহাকবি আলাওল ছিলেন বাঙালি পন্ডিত কবি। আলাওলের প্রথম রচনা, যা ইতিহাস আশ্রিত রোমান্টিক প্রেমকাব্য। মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি ভাষায় রচিত ‘পদুমাবৎ’ অবলম্বনে কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ‘পদ্মাবতী’ কাব্য রচনা করে। তার অন্যান্য গ্রন্থ: তোহফা (নীতিকাব্য), হপ্তপয়কর, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, সিকান্দারনামা, পদাবলী প্রভৃতি।

৩. ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রথম প্রকাশিত হয়— [১৭তম বিসিএস]

ক. ১৮৪১ সালে খ. ১৮৪২ সালে

গ. ১৮৫০ সালে ঘ. ১৮৪৩ সালে উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ১৮৪৩ সালে ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করে। এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।
- আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা রয়েছে। যেমন: বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০), দিগদর্শন (১৮১৮), সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১), বঙ্গদূত (১৮২৯), ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১) প্রভৃতি।

৪. উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য— [১৭তম বিসিএস]

ক. অব্যয় ও শব্দাংশে

খ. নতুন শব্দ গঠনে

গ. উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পেছনে

ঘ. ভিন্ন অর্থ প্রকাশে উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উপসর্গ হলো ভাষায় ব্যবহৃত কিছু অব্যয়সূচক শব্দাংশ যাদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই কিন্তু অর্থের দ্যোতনা তৈরির ক্ষমতা আছে। যেসব অব্যয় শব্দ বা ধাতুর পূর্বে বসে মূল শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় ও নতুন শব্দ গঠন করে তাকে উপসর্গ বলে। যেমন: অ + জানা = অজানা, অভি + যোগ = অভিযোগ শব্দের অ, অভি উপসর্গ। অন্যদিকে, যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের পরে বসে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন: কাঁদ + অন = কাঁদন এখানে ‘অন’ প্রত্যয়।
- অব্যয় ও শব্দাংশে, নতুন শব্দ গঠন, ভিন্ন অর্থ প্রকাশ এগুলোতে উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য নেই। উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য: উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পেছনে।

৫. যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়— [১৭তম বিসিএস]

ক. স্বরবৃত্ত খ. পয়ার

গ. মাত্রাবৃত্ত ঘ. অক্ষরবৃত্ত উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যে ছন্দে পঙ্ক্তির বা চরণের অন্ত্যমিল থাকে অথবা ১ম চরণ ও তৃতীয় চরণ এবং দ্বিতীয় চরণ ও চতুর্থ চরণের অন্ত্যমিল রক্ষিত হয়, তাকে পয়ার ছন্দ বলে।
- মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলোর মূলপর্ব ৪, ৫, ৬, ৭ মাত্রার হতে পারে।
- অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলোর মূলপর্ব সাধারণত ৮ বা ১০ হয়। এছাড়া অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ৮ + ৮, ৮ + ৬, ৮ + ৪, ৮ + ২ চরণের হতে পারে।
- পর্বের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতযুক্ত, দ্রুতলয়-আশ্রিত, সাধারণত ৪ মাত্রার পূর্ণ পদে গঠিত যে লৌকিক ছন্দে মুক্ত ও রুদ্ধ সকল দলই একমাত্রা রূপে বিবেচিত তাকে বলে ‘স্বরবৃত্ত’ বা শ্বাসাঘাত প্রধান বা ‘দলমাত্রিক’ ছন্দ। যেমন: রাত পোহালো/ফর্সা হলো/ফুটল কত ফুল।

৬. ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’ লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায়— [১৭তম বিসিএস]

ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়

গ. মদন মোহন তর্কালঙ্কার ঘ. কামিনী রায় উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের বাঙালি কবি। তিনি ছিলেন চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি। তার কাব্যের নাম: ‘শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল’। তাকে ‘কবিকঙ্কন’ উপাধি প্রদান করেন জমিদার রঘুনাথ রায়। তার জনপ্রিয় কাহিনীকাব্য ‘কালকেতু উপাখ্যান’। তার কাব্যের পঙ্ক্তি: “দূর হৈতে ফুল্লুরা বীরের পাল্য সাড়া। সম্মুখে বসিতে দিল হরিণের ছড়া”।
- মদন মোহন তর্কালঙ্কার লৈখ্য বাংলা ভাষার বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তার বিখ্যাত পঙ্ক্তি: পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইলো। কাননে কুসুমকলি, সকলি ফুটল।
- কামিনী রায়ের ছদ্মনাম ছিল ‘জনৈক বঙ্গমহিলা’ তার রচিত বিখ্যাত কবিতা ‘পরার্থে’। তার কবিতার পঙ্ক্তি: পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি, এ জীবন মন সকলি দাও। তার মতো সুখ কোথাও কি আছে! আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি এবং মঙ্গলযুগের শেষ কবি। তিনি নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’ রচনা করেন। ‘সত্য পীরের পাঁচালী’ তাঁর রচিত অন্যতম গ্রন্থ। তার রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত পঙ্ক্তি: ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’। ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন’।

৭. পর্তুগিজ ভাষা থেকে নিম্নোক্ত একটি শব্দ বাংলা ভাষায় আণ্ডীকরণ করা হয়েছে— [১৭তম বিসিএস]

ক. টেবিল

খ. চেয়ার

গ. বালতি

ঘ. শরবত

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘টেবিল ও চেয়ার’ শব্দ দুটি ইংরেজি ভাষার শব্দ। আরো কিছু ইংরেজি ভাষার শব্দ: অফিস, এজেন্ট, কলেজ, ক্যাপ্টেন, টিফিন, মাস্টার, সিনেমা, স্টিমার, স্টেশন প্রভৃতি।
- ‘শরবত’ শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে। আরো কিছু আরবি শব্দ: ফকির, মেহনত, উকিল, কায়েম, আসামি, সাহেব, সুফি, হিসাব, খারিজ প্রভৃতি।
- পর্তুগিজ ভাষার শব্দ ‘বালতি’। এছাড়াও আরো কিছু পর্তুগিজ ভাষার শব্দ: চাবি, আলমারি, আলপিন, পাউরুটি, আনারস।

৮. ‘লাঠালাঠি’ শব্দের সমাস—

[১৭তম বিসিএস]

ক. দ্বন্দ্ব

খ. বহুব্রীহি

গ. কর্মধারয়

ঘ. তৎপুরুষ

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দ্বন্দ্ব সমাস: দ্বন্দ্ব বলতে জোড়া বোঝায়। যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: মাতা ও পিতা = মাতাপিতা, আলো ও ছায়া = আলো-ছায়া।
- কর্মধারয়: বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ মিলে যে সমাস হয় এবং বিশেষ্য বা পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। এ সমাসে যে, যিনি, যেটি ইত্যাদি ব্যাসবাক্যে বসে। যেমন: অনুতে যে তাপ = অনুতাপ। নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম।
- যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকেই তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: বইকে পড়া = বই পড়া, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন।
- বহুব্রীহি: বহুব্রীহি অর্থ- বহু ধান আছে যার। যে সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোনো পদকে বেঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: দশ আনন যার = দশানন, মহান আত্মা যার = মহাত্মা। ত্রিয়ার পারম্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। যেমন: লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি।

৯. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে—

[১৭তম বিসিএস]

ক. সংস্কৃত

খ. পালি

গ. প্রাকৃত

ঘ. অপভ্রংশ

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সংস্কৃত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইন্দো-ইরানীয় উপপরিবারের সদস্য। এই ভাষার নিকটতম প্রাচীন আত্মীয় হল ইরানীয় আদি পারসিক ও আবেস্তান ভাষা দুটি।
- পালি ভাষা হল বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র ও পুরানের ভাষা। পালি ভাষাটি ত্রিপিটক ও ত্রিপিটক মতন নিকটতম অদ্যাপি সাহিত্যের ভাষা।
- অপভ্রংশ হলো- মধ্য ইন্দো-আর্য ভাষার অর্থাৎ প্রাকৃত ও পালি ভাষার পরবর্তী ধাপ।
- প্রাকৃত ভাষা বলতে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে লোকমুখে প্রচলিত স্বাভাবিক ভাষাগুলিকে বোঝায়। আর বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃত ভাষা থেকে।

১০. শব্দার্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ সমষ্টিতে ভাগ করা যায়—

[১৭তম বিসিএস]

ক. দুই ভাগে

খ. তিন ভাগে

গ. চার ভাগে

ঘ. পাঁচ ভাগে

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- শব্দকে প্রধান তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা: ১. গঠনমূলক, ২. অর্থমূলক, ৩. উৎসমূলক।
- গঠনমূলকভাবে শব্দ ২ প্রকার। যথা: ১. মৌলিক শব্দ, ২. সাধিত শব্দ।
- উৎস বিচারে শব্দ সমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। ১. তৎসম শব্দ, ২. তদ্ভব শব্দ, ৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ, ৪. দেশি শব্দ, ৫. বিদেশি শব্দ।
- শব্দার্থ বা অর্থমূলকভাবে শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত।

১১. ‘মানবজীবন’, ‘মহৎজীবন’, ‘উন্নতজীবন’- প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা— [১৭তম বিসিএস]

ক. এস ওয়াজেদ আলী

খ. এয়াকুব আলী চৌধুরী

গ. মো: লুৎফর রহমান

ঘ. মো: ওয়াজেদ আলী

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- এস ওয়াজেদ আলী ছিলেন একজন উদার ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব। তার রচিত গ্রন্থ: ভবিষ্যতের বাঙালি, জীবনের শিল্প, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ।
- এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত গ্রন্থগুলো: মানব মুকুট, নূরনবী, ধর্মের কাহিনী, শান্তিধারা।
মো: লুৎফর রহমান একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, সম্পাদক ও জীবনীকার ছিলেন। তার রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ: উচ্চ জীবন, মহৎ জীবন, উন্নত জীবন, মানবজীবন, ধর্মজীবন।

১২. ‘সিরাজাম মুনীরা’ কাব্যের রচয়িতার নাম— [১৭তম বিসিএস]

ক. তালিম হোসেন খ. ফররুখ আহমদ

গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. আবুল হোসেন উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গদ্য ও পদ্য রচনায় সমান দক্ষ হলেও কবি হিসেবে গোলাম মোস্তফা অধিক সমাদৃত। তার কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল ইসলাম ও প্রেম। গোলাম মোস্তফা রচিত কাব্যগ্রন্থ: বুলবুলিস্তান, রক্তরাগ, কাব্যকাহিনী, হাঙ্গাহেনা।
- আবুল হোসেন এর সাহিত্যকর্ম: বিরস সংলাপ, হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস, এখনও সময় আছে, আর কিসের অপেক্ষা প্রভৃতি।
- ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামি স্বাতন্ত্রবাদী কবি। তার রচিত কাব্যগ্রন্থ সমূহ: সাত সাগরের মাঝি, হাতেমতায়ী, নৌফেল ও হাতেম, মুহুর্তের কবিতা, সিরাজাম মুনীরা প্রভৃতি।

১৩. ষড়ঋতু শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ— [১৭তম বিসিএস]

ক. ষড় + ঋতু খ. ষড়্ + ঋতু

গ. ষট্ + ঋতু ঘ. ষট্ + ঋতু উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। পাশাপাশি দুটি বর্ণ বা ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন: আশা + অতীত = আশাতীত। এখানে, আ + অ = আ হয়েছে। ষড়ঋতু শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ: ষট্ + ঋতু।
- এখানে বর্ণের প্রথম বর্ণ (ক, চ, ট, ত/ৎ, প) + স্বরবর্ণ = বর্ণের তৃতীয় বর্ণ (গ, জ, ড/ড়, দ, ব)।
- আরও কিছু সন্ধি বিচ্ছেদ:
 - * শত + এক = শতেক (অ + এ = এ)
 - * কুড়ি + এক = কুড়িক (ই + এ = ই)
 - * নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র (অ + ই = এ)
 - * নব + উড়া = নবোড়া (অ + উ = ও)

১৪. ‘বীরবল’ নিম্নোক্ত একজন লেখকের ছদ্মনাম— [১৭তম বিসিএস]

ক. প্রমথ চৌধুরী খ. ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. নবীনচন্দ্র সেন উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য সমালোচনায় মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিকদের পুরোধা অভিধায় পরিচিত ছিলেন।
- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিক কবি হিসেবে খ্যাত এবং বাংলা পঞ্চপাভবের একজন। তার কিছু কাব্য: তবী, আর্কেস্ট্রা, ত্রন্দসী, প্রতিধ্বনি, প্রতিদিন, উত্তর ফাল্গুনী প্রভৃতি।
- নবীনচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থ: পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস প্রভৃতি।
- বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক ও বিদ্রূপাত্মক প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী। তিনি রবীন্দ্রনাথকে বাংলা গদ্যে চলিতরীতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম- ‘বীরবল’। তার রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ: তেল-নুন-লকড়ি, বীরবলের হালখাতা, নানাকথা, রায়তের কথা, আত্মকথা, প্রবন্ধ সংগ্রহ। কাব্যগ্রন্থ: সনেট পঞ্চাশৎ, পদচারণ। গল্পগ্রন্থ: চার ইয়ারি কথা, নীললোহিত ও গল্পসংগ্রহ।

১৫. ‘লাপান্ত’ শব্দের ‘লা’ উপসর্গটি বাংলা ভাষায় এসেছে— [১৭তম বিসিএস]

ক. আরবি ভাষা থেকে খ. ফরাসি ভাষা থেকে

গ. হিন্দি ভাষা থেকে ঘ. উর্দু ভাষা থেকে উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যেসব বর্ণ বা বর্ণের সমষ্টি ধাতু এবং শব্দের আগে বসে সাধিত শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ কিংবা সংকোচন ঘটায়, তাদের বলা হয় উপসর্গ। যেমন: প্র, পরা, পরি, নির ইত্যাদি।

- বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিন প্রকার। যথা: ১. খাঁটি বাংলা উপসর্গ, ২. সংস্কৃত উপসর্গ, ৩. বিদেশি উপসর্গ।
- বিদেশি উপসর্গের মধ্যে রয়েছে ফারসি উপসর্গ, আরবি উপসর্গ, ইংরেজি উপসর্গ, উর্দু-হিন্দি উপসর্গ।
 - * ফারসি উপসর্গ: কার, দর, ফি, না, নিম, বদ, বে, বর, র, কম।
 - * উর্দু-হিন্দি উপসর্গ: হর, হরেক।
 - * ইংরেজি উপসর্গ: ফুল, সাব, হাফ, হেড।
 - * আরবি উপসর্গ: আম, খাস, লা, গর।

১৬. ১৯৯৪ সালে যে প্রবন্ধকার বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন— [১৭তম বিসিএস]

ক. হুমায়ুন আজাদ খ. আহমদ শরীফ

গ. ওয়াকিল আহমদ ঘ. আব্দুল মতিন খান উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৯৪ সালে ওয়াকিল আহমদ বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। সাহিত্যকর্মে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৪ সালে ড. ওয়াকিল আহমদ এবং সিকদার আমিনুল হক দুজনকেই বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- বাংলা সাহিত্যে অবদান রাখার জন্য ১৯৬০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি এ পুরস্কার প্রবর্তন করে।
- বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২ ঘোষণা করা হয়েছে। পুরস্কার পেয়েছেন ১৫ জন।
- ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচারের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বর্তমান বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক- মুহম্মদ নূরুল হুদা।
- বর্তমান বাংলা একাডেমি সভাপতি- সেলিনা হোসেন।

১৭. ‘কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো জাত ভিন্ন বলায়’ এই পংক্তিটি নিচের একজনের লেখা— [১৭তম বিসিএস]

ক. লালন শাহ খ. সিরাজ সাঁই

গ. মদন বাউল ঘ. পাগলা কানাই উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সিরাজ সাঁই ছিলেন বাঙালি বাউল সাধক এবং দার্শনিক যিনি ফকির সিরাজ, দরবেশ সিরাজ, সিরাজ শাহ নামে পরিচিত। বাউল সম্রাট লালন তার নিকট বাউল ধর্মে দীক্ষিত হন। সিরাজ সাঁই এর গান: কে বাইলো এমন রং মহল।
- মদন বাউল ছিলেন বাউল সাধক। মদন বাউলের গানের পঙ্ক্তি: “সেথা যাবি প্রাণ জুড়াবি, আনন্দ সমীরণে” “সেই না দেশের কথা রে মন”।
- পাগলা কানাই মরমি সাধক ও সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি ঝিনাইদহ জেলার লেবুতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার কিছু গানের পঙ্ক্তি: আমি চোখ বুঝিলেই শলোক দেখি, মেললে আঁধার দেখি, কানাই’র নাই মরণের ভয়।
- মানবতার বাহক লালন শাহ বাউল সাধক ও বাউল কবি হিসেবে খ্যাত। তিনি ঝিনাইদহের হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বিখ্যাত কিছু গানের লাইন: ১. খাচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, ২. আমি অপার হয়ে বসে আছি, ৩. কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়, তাইতো জাত ভিন্ন বলায়, ৪. সময় গেলে সাধন হবে না।

১৮. ‘অক্ষির সমীপে’র সংক্ষেপ হলো— [১৭তম বিসিএস]

ক. সমক্ষ খ. পরোক্ষ

গ. প্রত্যক্ষ ঘ. নিরপেক্ষ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশ করা হলে, তাকে বাক্য সংক্ষেপণ বলে।
- বাক্য সংক্ষেপণ:
 - * অক্ষির অগোচরে- পরোক্ষ
 - * অক্ষির অভিমুখে- প্রত্যক্ষ
 - * নাই পক্ষ যার- নিরপেক্ষ
 - * অক্ষির সমীপে- সমক্ষ
- আরও কিছু বাক্য সংক্ষেপণ:
 - * অলংকারের ধ্বনি- শিঞ্জন
 - * বানবান শব্দ- বানংকার
 - * বীরের গর্জন- হুংকার
 - * অব্যক্ত মধুর ধ্বনি- কলতান
 - * প্রিয় বাক্য বলে যে- প্রিয়ভাষী

- * যে নারী সুন্দরী- রমা
- * যে নারী বীর- বীরঙ্গনা

১৯. ‘হযরত মুহম্মদ (স.) ছিলেন একজন আদর্শ মানব’ বাক্যটি নিম্নোক্ত একটি শ্রেণির- [১৭তম বিসিএস]

ক. মিশ্র খ. জটিল

গ. যৌগিক ঘ. সরল উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জটিল/মিশ্র বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ডবাক্যের সাথে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যে-সে, যারা-তারা, যিনি-তিনি, যা-তা প্রভৃতি সাপেক্ষ সর্বনাম এবং যদি-তবে, দাও-তবুও, যেহেতু-সেহেতু, যত-তত প্রভৃতি সাপেক্ষ যোজক দিয়ে যখন অধীন বাক্যগুলো যুক্ত থাকে, তাকে জটিল/মিশ্র বাক্য বলে। উদাহরণ: যেমন কাজ করবে, তেমন ফল পাবে।
- যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন: আমি অত্যন্ত দুর্বল, তাই কোনো কাজ করতে পারছি না।
- সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন: সত্য বললে মুক্তি পাবে, ভিক্ষুককে দান করো, হযরত মুহম্মদ (স:) ছিলেন একজন আদর্শ মানব।

২০. ‘মধুর চেয়েও আছে মধুর সে আমার এই দেশের মাটি আমার দেশের পথের ধূলা খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি’। কবিতার এই অংশ বিশেষের রচয়িতা-

[১৭তম বিসিএস]

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
গ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. নির্মলেন্দু গুণ উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা, সব্যসাচী লেখক, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার। রবীন্দ্রনাথের মোট কাব্যগ্রন্থ ৫৬টি। কবি-কাহিনী, প্রভাতসঙ্গীত, কড়ি ও কোমল, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি, সোনারতরী, চিত্রা, কথা ও কাহিনী প্রভৃতি তার কাব্য। তার কবিতার বিখ্যাত পঙ্ক্তি: মরণেরে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান। আজি এ প্রভাতে রবির কর/কেমনে পশিল প্রাণের পর।
- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, কবি, গীতিকার, গবেষক। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: দুর্লভ দিন, শঙ্কিত আলোকে, প্রতনু প্রত্যাশা, কোলাহলের পরে প্রভৃতি। তার বিখ্যাত কবিতা ‘শহীদ স্মরণে’ থেকে নেওয়া। পঙ্ক্তি: কবিতায় আর কি লিখব? যখন বুকের রক্তে লিখেছি একটি নাম বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের কবিদের কবি নির্মলেন্দু গুণ। তার রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ: প্রেমাংগুর রক্ত চাই, ইস্ত্রা, না পথিক না বিপ্লবী, দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, বাংলার মাটি বাংলার জল, চাষাভুষার কাব্য প্রভৃতি। নির্মলেন্দু গুণের কবিতার পঙ্ক্তি- “সমবেত সকলের মতো আমি গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি, রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেই সব গোলাপের একটি গোলাপ গতকাল আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি”।
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে ‘ছন্দের রাজা’ ও ‘ছন্দের জাদুকর’ বাস্তববাদী কবি’ অভিধায় বিশেষায়িত করা হয়। তার রচিত সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ। মৌলিক কাব্য: সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেনু ও বীণা, ফুলে ফসল, অভ্র-আবীর, বেলা শেষের গান প্রভৃতি। অনূদিত কাব্য: তীর্থ রেণু, মনি-মঞ্জুষা, তীর্থ সলিল। বিখ্যাত পঙ্ক্তি- ১. মধুর চেয়ে আছে মধুর/সে আমার এই দেশের মাটি, আমার দেশের পথের ধূলা/খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি। ২. কালো আর ধলো বাহিরে/ভিতরে সবারি সমান রাঙা।